জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচী

গ্যাসের চুলায় সুবিধা কতো গ্রামে থেকেও শহরের মতো

ধোঁয়া কালি আর না, বায়োগ্যাসে করবো রান্না

বায়োগ্যাস

পচনশীল যেকোনো জৈব পদার্থ যেমন: গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা ইত্যাদি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয় তা-ই বায়োগ্যাস। এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের মতোই জ্বলে। এতে গন্ধ নেই, ধোঁয়া হয় না। বায়োগ্যাস দিয়ে রান্না করা যায় এবং গ্যাস-বাতি জ্বালানো যায়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বলতে ইনলেট ডাইজেষ্টার আউটলেট চেম্বার ও দু'টি বায়ো-স্লারী পিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ছবি দেখুন পার্শ্ববর্তী ছবিতে।

বায়োগ্যাস থেকে প্রাপ্ত বায়ো-স্লারী ব্যবহারের উপকারিতা

- বায়ো-স্লারী উন্নতমানের জৈব সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা যায়।
- রাসায়নিক সারের সাথে বায়ো-স্লারী ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয়।
- ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে এ সার ব্যবহার লাভজনক।
- বীজতলা বা চারা উৎপাদনের জন্য টবে বা পলি ব্যাগে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।
- টবে ফুলের গাছ ও বাড়ীর ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে বায়ো-স্লারী ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারে সুবিধা সমূহ

১. পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায়।
২. ধোঁয়া হয় না। ফলে পাতিল ও রান্নাঘর কালো হয় না।
৩. কেরোসিন, লাকড়ি বা খড়কুটো লাগে না ফলে জ্বালানীর খরচ বাঁচে।
৪. সময় বাঁচে এবং রান্নার পাশাপাশি অন্য কাজও করা যায়।
৫. লাকড়ির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চোখ জ্বালা করে এবং শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ।
৬. পরিবেশ দূষণ হয় না।
৭. বায়ো-স্লারী (জৈবসার) ব্যবহারে অধিক ফসল পাওয়া সম্ভব।

প্ল্যান্ট স্থাপনের পর অবশ্যই আপনার ব্যবহার বিধি বই বুঝে নিন

বায়োগ্যাস পেতে হলে কী কী লাগে ?

রান্নাঘরের আশেপাশে ২০০ বর্গফুটের মতো খোলামেলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যায়। বাড়ির মালিকের কমপক্ষে ৪টি গরু অথবা ২০০ টি লেয়ার মুরগী থাকতে হবে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির খরচ ও লাভ

পরিবারের লোকসংখ্যা ও গরুর গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্ল্যান্টের সাইজ ছোট-বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও কম/বেশি হবে। মোট নির্মাণ ব্যয়ের মধ্যে আছে নির্মাণ সামগ্রী, চুলা ও অন্যান্য বায়োগ্যাস যন্ত্রাংশের ক্রয় বাবদ ব্যয়, নির্মাণ শ্রমিক মজুরি এবং নির্মাণ ফি বা সার্ভিস চার্জ। এর মধ্যে ইডকল থেকে প্ল্যান্টের সাইজ নির্বিশেষে ৯,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হবে, যার মধ্যে (সর্বোচ্চ ৫,৭০০/-) টাকা ইডকলের সহযোগী সংস্থা সার্ভিস চার্জ হিসাবে পাবে। নগদ টাকার পাশাপাশি কিস্তিতেও কেনা সম্ভব। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে প্রাপ্ত জৈব সার বিক্রয় করা যায় এবং বেঁচে যাওয়া জ্বালানী/কেরোসিন এর দাম হিসেব করলে ২ বছরের মধ্যে আপনার খরচ উঠে আসবে।

কোন সাইজে কতক্ষণ জ্বলে ?

সাইজ (ঘন মিটার)	কত ঘন্টা	প্রতি দিন কতটুকু গোবর (কেজি)	কয়টি গরু	অথবা প্রতি দিন কতটুকু বিষ্ঠা লাগে (কেজি)	অথবা কয়টি লেয়ার মুরগী
১.২	২-৩	৩০/৩৫	৪	১৭	২০০
১.৬	৩-৪	৪০/৪৫	৫	২৩	২৫০
২.০	৪-৫	৫০/৫৫	৬	২৮	৩০০
২.৪	৫-৬	৬০/৬৫	৭	৩৪	৩৫০
৩.২	৬-৮	৮০/৮৫	১০	৪৫	৪৫০
৪.৮	১০-১২	১২০/১৩০	১৪	৭০	৭০০

প্রত্যেক বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ইডকল দিচ্ছে ৳৯,০০০ অনুদান

গ্যারান্টি ও নির্মাণ পরবর্তী সেবা

একবার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করলে তা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা যায়। বাড়তি সুবিধা হিসেবে ৫ বছরের নির্মাণ গ্যারান্টি পাবেন। এছাড়াও রয়েছে ৩ বছর নির্মাণ পরবর্তী সেবা।

কোথায়, কিভাবে পাবেন ?

আপনার এলাকায় ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলেই তারা আপনার বাড়ি পরিদর্শন করে প্ল্যান্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেবে। এক্ষেত্রে,

১. আপনি নিজে নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিক খরচ, চুলা ও অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে প্ল্যান্ট নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে। ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্ত ৯,০০০ টাকা থেকে উক্ত ফি বাদ দিয়ে আপনি ভর্তুকীর বাকি টাকা পাবেন।

অথবা,

২. ইডকলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিক খরচ, চুলা ও অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করলে আপনাকে নির্মাণ ফিসহ মোট খরচ হতে ৯,০০০ টাকা বাদে বাকি টাকা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হবে।

৩. গ্রাহক নির্মাণ ফি বাবদ সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার (৫,০০০/-) টাকা ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে।

মোট নির্মাণ খরচ নিরুপণ

মোট খরচ = নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ের খরচ + মিস্ত্রীর খরচ + নির্মাণ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ফি (সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা) + রক্ষণাবেক্ষণ ফি (৭০০ টাকা)।

আপনার এলাকায় ইডকল মনোনীত নির্মাণ সহযোগী প্রতিষ্ঠান:

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা এ সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সরাসরি ইডকলে যোগাযোগ করুন।
ফোন: ০১৭১১-৪২৪১৩৮, ০১৭৩০-৪৩১৯৩৪

IDCOL

SNV

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)
রয়েল টাওয়ার (লেভেল-৭), ৪ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.idcol.org

kfw